মেহেরপুরে বিকল ট্রাকের সাথে চলন্ত ট্রাকের ধাক্কা, চালক ও হেলপার নিহত

মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের পুরাতন দরবেশপুর এলাকাতে বিকল সিমেন্টের ট্রাকের সাথে ধাক্কা লেগে একটি চলন্ত ট্রাকের চালক ও হেলপার নিহত হয়েছেন।

আজ বৃহস্পতিবার (২৪ মার্চ) সকাল সাড়ে ৬ টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার পুরাতন দরবেশপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন ট্রাক চালক পাবনা জেলার সাথিয়া উপজেলার সলদানাচর গ্রামের হাসেম ব্যাপারীর ছেলে শাহাদত হোসেন (৪৫) ও তার সহকারী একই এলাকার নাগডেমরা গ্রামের মোজাহার আলীর ছেলে ফারুক হোসেন (৪২)।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, প্রিমিয়ার সিমেন্ট কোম্পানীর সিমেন্ট বোঝায় একটি ট্রাকের চাকার বিয়ারং ভেঙ্গে বিকল হয়ে রাত থেকেই রাস্তার পাশে পড়ে আছে। সকাল সাড়ে ৬ টার দিকে চুয়াডাঙ্গার দিক থেকে আসা ভাই ভাই মোটর্স এর একটি দ্রুতগামী ট্রাক যার নং (ঢাকা মেট্রো-ড-১৪-৩৭৫২) এসে বিকল ট্রাকটির পেছনে ধাক্কা লেগে সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায়। এসময় ট্রাকের ভিতরে থাকা গাড়ির চালক ও চালকের সহকারী আটকা পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। তারা জানান, সম্ভবত ট্রাকের চালক ঘুমন্ত অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন। গাড়িটির গতিও ছিলো বেপরোয়া।

স্থানীয় বারাদী পুলিশ ক্যাম্পের টুআইসি এএসআই শাখাওয়াত হোসেন জানান, ঘটনাস্থলেই দুজন মারা গেছেন।

মেহেরপুর ফাঁয়ার সার্ভিসের একটি টীম তাদের উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের দুজনকে মৃত ঘোষণা করেছেন। দুর্ঘটনা কবলিত ট্রাকটি উদ্ধারের প্রক্রিয়া চলছে। ট্রাকের মালিকের বাড়ি ঢাকার সাভারের হেমায়েতপুর এলাকায় বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। নিহতদের মরদেহ এখন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে রয়েছে।

জনদূর্ভোগ সৃষ্টির অভিযোগে দুই কৃষককে অর্থদন্ড

মানুষ চলাচলের রাস্তায় লাল শাক শুকিয়ে জনদূর্ভোগ সৃষ্টির অভিযোগে আব্দুল হালিম ও আব্দুর রহমান নামের দুই কৃষককে অর্থদন্ড করেছে ভ্রাম্যমমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম।

আব্দুল হালিম গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের আওলাদ হোসেনের ছেলে ও আব্দুর রহমান একই উপজেলার হিজলবাড়িয়া গ্রামের আবু শামা মন্ডলের ছেলে। জনদূভোর্গ আইন ১৯৬০ এর ২৯১ ধারায় এ দু কৃষককে পাঁচ শ

গতকাল বুধবার বিকালে সাহারবাটি-হিজলবাড়িয়া রাস্তা ও মালশাদহ-হিজলবাড়িয়া রাস্তায় এ অভিযান চালান তিনি।

ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মৌসুমী খানম জানান, সাহারবাটি-হিজলবাড়িয়া রাস্তা ও মালশাদহ-হিজলবাড়িয়া রাস্তা পাকা রাস্তা দুটি অত্যন্ত জনগুরুত্বপূর্ণ।

সাম্প্রতিক সময়ে এলাকার কৃষকরা লাল শাকের বীজ বের করার জন্য রাস্তাগুলোতে শুকাতে দেন। যার ফলে রাস্তাগুলোতে জনদূর্ভোগ বেড়েছে। রাস্তাগুলোতে এখন থেকে অভিযান পরিচালনা করা হবে।

গাংনীতে নকল ও ভেজাল কৃষি পণ্যের ক্ষতি বিষয়ে আলোচনা

সভা

“সচেতন চাষী, সমৃদ্ধ কৃষি ” এই শ্লোগানে গাংনীতে নকল ও ভেজাল কৃষি পণ্যের ক্ষতি বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বিকালে মেহেরপুরের গাংনী পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি মিলনায়তনে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের আয়োজনে ও সিনজেনটা কোম্পানির সহযোগিতায় এ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা কৃষি অফিসার লাভলী খাতুনের সভাপতিত্বে এবং কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার রাসেল রানার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উপপরিচালক শামসুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (শস্য) এ কে এম কামরুজ্জামান, সিনজেনটা কোম্পানির জোনাল সেলস ম্যানেজার (সাউথ) সাজ্জাদ হায়দার খান, ব্যান্ড ম্যানেজার জামাল হায়দার সহ কৃষি বিভাগের কর্মকর্তা ও কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পর্যায়ের সুবিধাভোগী পক্ষ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে সিনজেনটা কোম্পানির কর্পোরেট ম্যানেজার জামাল হায়দার নকল ও ভেজাল কৃষি পণ্যের ক্ষতি বিষয়ে মাল্টিমিডিয়া স্লাইড উপস্থাপন করেন।

স্লাইড থেকে কৃষক ও কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান নকল ও ভেজাল কৃষি পণ্যের ক্ষতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানতে পারেন। অনুষ্ঠানে মুক্ত আলোচনা পর্বে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন কৃষি বিভাগের কর্মকর্তা ও সিনজেনটা কোম্পানির প্রতিনিধিরা।

মেহেরপুরে বসত বাড়িতে

অগ্নিকাণ্ড! ৭ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি

মেহেরপুরে অটোরিকশার ব্যাটারি বিস্ফোরণে দুইটি বসতবাড়িতে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে দুই পরিবারের অন্তত ৭ লক্ষ টাকার মালামালের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

মঙ্গলবার দিবাগত রাতে সদর উপজেলার বন্দর গ্রামে পূর্বপাড়ার মন্টুর বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, অটোরিকশার ব্যাটারিতে চার্জ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে সোহেল। গভীর রাতে শর্টসার্কিটের কারণে হঠাৎ করে আগুনের সূত্রপাত হয়ে মুহুর্তেই ব্যাটারি বিস্ফোরণ হয়ে যায়।

এতে পুরো ঘরেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং পাশের বাড়ির একটি গোয়াল ঘর, রান্না ঘরেও অগুন ছড়িয়ে পড়ে। এসময় ঘরে থাকা লোকজন বের হয়ে পড়লেও অগ্নিদগ্ধ হন মন্টু নামের একজন।

খবর পেয়ে মেহেরপুর সদরের ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে এসে প্রায় আধাঘন্টা চেষ্টা করে স্থানীয়দের সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে নেয়।

এতে প্রায় ৭ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবী বাড়ির মালিকদের। আহত মন্টু বর্তমানে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন।

গাংনীর ছাতিয়ান থেকে ইয়াবাসহ দুজন গ্রেফতার

৬৫ পিস ইয়াবাসহ আবুল বাসার (২৫) ও জনি মিয়া (২৬) নামের দুই যুবককে আটক করেছে গাংনীর বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের পুলিশের একটি দল।

আটক আবুল বাশার ছাতিয়ান গ্রামের পাইকপাড়া এলাকার আমিরুল ইসলামের ছেলে ও জনি একই উপজেলার মহাম্মদপুর গ্রামের পশ্চিম পাড়া এলাকার রফিকুল ইসলামের ছেলে।

মঙ্গলবার দুপুরে বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের এএসআই বিপ্লব হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল ছাতিয়ান গ্রামের পাইকপাড়া এলাকায় গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে এ দুজনকে আটক করেন। এসময় তাদের কাছ থেকে ৬৫ পিচ ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেছেন, ইয়াবাসহ আটক দুই যুবকের নামে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে। বিকালের দিকে তাদের মেহেরপুর জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

ভালবেসে বিয়ের চার মাস পরেই আত্মহুতি দিলেন স্কুল ছাত্রী তাপসী

ভালবেসে বিয়ের মাত্র চার মাসের মাথায় গলাই ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করলো তাপসী খাতুন নামের এক স্কুল ছাত্রী।

তাপসী খাতুন গাংনী উপজেলার কল্যাণপুর গ্রামের মন্ডল পাড়া এলাকার সাবান আলীর মেয়ে এবং করমদী মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ২০২২ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থী।

মঙ্গলবার দুপুরের দিকে স্বামীর বাড়িতে নিজ ঘরের আড়ার সাথে ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেন তাপসী।

পারিবারিক সূত্রের বরাত দিয়ে তেতুঁলবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদের ৭ নং ওয়ার্ডের সদস্য আব্দুল ওহাব জানান, তাপসী তার স্বামীর সাথে মনোমালিন্য হওয়ায় আত্মহত্যা করেছে।

তাপসীর স্বামী পলাশ জানান, তার সাথে পারিবারিক বিষয় নিয়ে আমার

সাথে সামান্য কথাকাটি হওয়ায় সে ঘরের ভিতরে ওড়না পেছিয়ে ঝুলছিল। তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় করমদী সন্ধানী হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

স্থানীয়রা জানান, তাপসী খাতুন ও পলাশ করমদী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একই ক্লাসের শিক্ষার্থী। তাদের দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠায় চার মাস আগে তাদের বিয়ে হয়। তাপসী ও পলাশ চলতি বছরে এসএসসি পরীক্ষা দেবে। তারা দাম্পত্য জীবন কাটাচ্ছিলেন।

গাংনীতে টিসিবির পন্য নিতে উপচে পড়া ভীড় দেরীতে বিক্রি শুরু হওয়ায় জনদূর্ভোগ

দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে মেহেরপুরের গাংনীতে শুরু হয়েছে টিসিবির পন্য বিক্রি। এসকল পন্য সকাল ৯টা থেকে বিক্রি শুরু হবার কথা থাকলেও দেরীতে পন্য বিক্রি শুরু হয়।

ফলে কার্ডধারীরা সারাদিন অপেক্ষা করেন স্বল্প মুল্যে তাদের পন্য নেয়ার জন্য। এতে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে তাদের।

তাছাড়া ডিলারের সংখ্যা কম হওয়ায় দু তিনটি ওয়ার্ডের লোকজন দীর্ঘ লাইনে ভীড় জমায় তা সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছেন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকজন।

গাংনী উপজেলা প্রশাসন সুত্রে জানা গেছে, এ উপজেলায় ৯টি ইউনিয়নের জন্য ৬ জন ডিলার নিযুক্ত করা হয়। মোট ৩৫ হাজার ১১৯ টি পরিবার এখান থেকে ন্যায্য মূল্যে টিসিবির পন্য কিনতে পারবেন।

দু’কেজি চিনি, দু’কেজি ডাল ও দু’লিটার তেলের জন্য প্রদান করতে হবে ৪৬০ টাকা। বামন্দী, ষোলটাকা রাইপুর, সাহারবাটি, কাথুলী ও তেতুঁলবাড়িয়া ইউনিয়নের জন্য মাত্র তিনজন ডিলার নিযুক্ত করা হয়। এতে করে দুর্ভোগ বেড়ে গেছে।

প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ি, সকাল ৯টা থেকে পন্য বিক্রি শুরুর কথা থাকলেও টিসিবির লোকজন আসে দুপুর ১২ টায়। এদিকে পন্য নিতে আসা নারী পুরুষ সকাল থেকেই ভীড় জমায়। দেরীতে আসায় হুড়োহুড়ি করে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়।

বিষয়টি হাতাহাতি পর্যন্ত গড়ায়। ভীড় সামাল দিতে হিমশিম খান আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। অনেকেই ভীড়ের মধ্যে কার্ড হারিয়ে ফেলেন। ফলে শুন্য হাতে ফিরে যান তারা।

ষোলটাকা ইউপি চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন পাশা জানান, হঠাৎ করেই টিসিবির পন্য দেয়া শুরু হয়। করোনা কালীণ সময়ে যারা অনুদান পেয়েছেন যারা কর্মসৃজন প্রকল্পের মজুর ও সরকারী সুবিধাভোগি তারাই টিসিবির পন্য পাবার তালিকায় রয়েছেন। তালিকায় নাম ও মোবাইল নম্বর রয়েছে।

গ্রামের নাম না থাকায় এদের কার্ড প্রস্তুত করতেও হিমশিম খেতে হয়েছে। ডিলাররা মালামাল আনতে দেরী করায় লোকজন সমস্যায় পড়ছে। ডিলারের সংখ্যা বাড়ানো ও নির্দিষ্ট সময়ে পন্য বিক্রি শুরুর দাবী জানান।

সাহারবাটি ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ মশিউর রহমান জানান, উপজেলায় থেকে আমাদের কাছে যে তালিকা দেয়া হয়েছে সেখানে শুধুমাত্র নাম এবং মোবাইল নাম্বার দেয়া রয়েছে। অনেকের মোবাইল বন্ধ অথবা নাম্বার সঠিক না। যার জন্য তাদের খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। পন্য বিক্রেতারা প্রতিটি গ্রামে গিয়ে বিক্রি করলে গরিব মানুষ অনেক সুবিধা পাবে।

২১ মার্চ সোমবার টিসিবির পন্য নিতে এসেছিলেন মেহেরপুরের গাংনীর ভোলাডাঙ্গা গ্রামের গৃহবধু নুরজাহান। বাড়ি থেকে ভ্যানযোগে এসেছিলেন মিকুশিস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে।

সকালে এসে বিকেল সাতে তিনটায় মালামাল নিয়ে বাড়ি ফেরেন। নুরজাহান পেশায় দিনমজুর। ওই দিন তামাক ঘর জালানো বাদ দিয়ে মালামাল নিতে আসেন। মজুরীতো পাননি আবার গাড়ি ভাড়া লেগেছে তার ৫০ টাকা।

একই অবস্থা আব্দুল জলিলের। তিনি এসেছিলেন মানিকদিয়া গ্রাম থেকে। তারা জানালেন, টিসিবির পন্য নিতে এসে একদিকে যেমন দুর্ভোগ অন্যদিকে আর্থিক লোকসান। ধারে কাছে পন্য বিক্রি কিংবা সঠিক সময়েপন্য বিক্রি শুরু হলে জনগন লাভবান হতো।

এদিকে মালঅমাাল নিতে আসা মানিকদিয়া গ্রামের কয়েকজন তাদের কার্ড হারিয়ে ফেলায় শুন্য হাতে ফিরেছেন। প্রচন্ড ভীড়ে তাদের কার্ডটি হারিয়ে গেছে বলে জানান তারা। আবার অনেকেই কার্ড চুরিও করেছেন। নাম ও মোবাইল নম্বর লেখা থাকায় সেটি চেনারও উপায় নেই।

এব্যাপারে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম জানান, বেশ কিছু নিয়ম মেনেই ডিলাররা পন্য বিক্রি করেন। নিয়ম মানতে গিয়েই একটু দেরী হয়। বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। ডিলারের সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি জেলা প্রশাসকের তাই এ ব্যাপারে কিছুই করার নেই বলে জানান তিনি।

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যে উর্ধ্বগতির প্রতিবাদে মেহেরপুরে বিএনপি’র স্মারকলিপি প্রদান

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যে উর্ধ্বগতির প্রতিবাদে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

কেন্দ্রীয় ঘোষিত ৫দিনের কর্মসূচীর অংশ হিসেবে মঙ্গলবার সকালে জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ওমর ফারুক লিটন ও যুগ্ম সম্পাদক প্রভাষক ফয়েজ মোহাম্মদের নেতৃত্বে জেলা প্রশাসক (ভারঃ) লিংকন বিশ্বাসের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন বিএনপির নেতৃবৃন্দরা।

এসময় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, সাবেক ছাত্রদল নেতা ইকবাল হোসেন, জেলা যুবদলের সহ সাধারণ সম্পাদক শেখ হুজাইফা ডিক্লিয়ার, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি নেতা সিরাজুল ইসলাম, ডাঃ মোঃ ইয়াসিন, জেলা যুবদল সদস্য মনিরুল ইসলাম, খাইরুল ইসলাম, মোঃ ইসমাইল জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানি, যুগ্ম সম্পাদক ফরিদুল ইসলাম মিন্টু, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক লিটন উদ্দিন, জেলা নবীন দলের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার

হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে-বর্তমান বাজারে চাল, ডাল, ভোজ্য তেল, পেঁয়াজ, মরিচ গুঁড়ো দুধ, শাকসবজীসহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দামে অসহায় ক্রেতা। মোটা চাল এখন ৫৫ থেকে ৬০ টাকা, চিকন চাল ৭০ থেকে ৮০ টাকা, আটা ৪৫ থেকে ৫০ টাকা, ভোজ্য তেলা ১৭০ থেকে ১৮০ টাকা, মসুর ডাল ১১০ থেকে ১৩০ টাকা, গুঁড়ো দুধ ৫৯০ থেকে ৬৫০ টাকা, কাঁচা মরিচ ১০০ টাকার নীচে নামে না।

সবজিসহ প্রত্যেকটি জিনিস এই ভরা মওসুমে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। জ্যামিতিকহারে এই দাম বৃদ্ধি সরকারের গণবিরোধী নীতির বর্ধিত প্রকাশ। হরিলুট, টাকা পাচারসহ সীমাহীন দুর্নীতির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতির ভয়াবহ ক্ষতি করে দফায় দফায় বিদ্যুৎ, জ্বালানি তেল, গ্যাস ও পানির দাম বৃদ্ধি করেছে আওয়ামী সরকার।

এই বৃদ্ধির ‘চেইন রিঅ্যাকশন’ হিসেবেই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম হু হু করে বাড়ছে। গত ১০ বছরে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি হয়েছে ৯০ শতাংশ, গ্যাসের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে ১৪৪ শতাংশ, ডিজেলের দাম বেড়েছে ৮২ শতাংশ এবং পানির দাম বেড়েছে ২৬৪ শতাংশ। এই দাম বৃদ্ধি নজীরবিহীন ও অস্বাভাবিক।

জনগণের নির্বাচিত সরকার থাকলে এই ধরণের সীমাহীন দাম বৃদ্ধি পেতো না। জবাবদিহিতা নেই বলেই দাম বৃদ্ধির পেছনে অনৈতিক সিন্ডিকেট কাজ করছে। ক্ষুধা ও অনাহারে ক্লিষ্ট জনগণের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে নিপতিত করেছে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী, সরকারের কোনো দায় নেই। সারাদেশে দুর্ভিক্ষের ছায়া প্রতিদিনই বিস্তৃত হচ্ছে।

ছাড়াও গাড়ীভাড়া, বাড়ীভাড়াসহ জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ছে লাগামহীনভাবে। এমনিতেই কর্মসংস্থান নেই, তার ওপর নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে নাভিশ্বাস সাধরণ মানুষের। মধ্যম ও নিম্ন আয়ের মানুষকে পথে বসিয়ে দিচ্ছে। অভাবের তাড়নায় মা সন্তান বিক্রি করছে, কেউ কেউ আত্মহত্যা করছে।

চৈত্রের তীব্র রোদের মধ্যে দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে টিসিবি থেকে তুলনামূলক কম মূল্যে নিত্যপণ্য কেনার জন্য ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড়ে বোঝা যায় বর্তমান পরিস্থিতি কত ভয়াবহ। চাহিদার তুলনায় পণ্য কম থাকায় দুই/তিন ঘন্টার মধ্যে শেষ হয়ে যায় বিক্রি এবং তার পরে পণ্য কিনতে আসা ক্রেতারা খালি হাতেই ফিরে যান।

এমতাবস্থায় ক্ষুধা, অনাহার, অর্ধাহারে বিপন্ন দেশের মানুষকে এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে অতি দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিএনপি আপনার প্রতি আহবান জানাচ্ছে।

মেহেরপুরে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিএনপির স্মারকলিপি

মেহেরপুরে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেছে জেলা বিএনপি।

আজ মঙ্গলবার সকালে জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান ও ইলিয়াস হোসেনের নেতৃত্বে বিএনপির নেতৃবৃন্দরা এ স্মারকলিপি তুলে দেন।

এসময় পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, সহ-সভাপতি হাবিব ইকবাল, যুগ্ম সম্পাদক মনিরুল ইসলাম মনি, সদর সাংগঠনিক সম্পাদক সাহাবুদ্দিন মোল্লা, সভাপতি, জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী সাইয়্যেদুন নেছা নয়ন, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি সাঈদুর সজন, পৌর যুবদলের সদস্য সচিব নওশেল আহম্মেদ রনি।

স্মারকিলিপিতে বিএনপি জানায়, সবজিসহ প্রত্যেকটি জিনিস এই ভরা মওসুমে বহুগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। জ্যামিতিক হারে এই দাম বৃদ্ধি সরকারের গণবিরোধী নীতির বর্ধিত প্রকাশ। হরিলুট, টাকা পাচারসহ সীমাহীন দুর্নীতির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতির ভয়াবহ ক্ষতি করে দফায় দফায় বিদ্যুৎ, জ্বালানী তেল, গ্যাস ও পানির দাম বৃদ্ধি করেছে আওয়ামী সরকার। এই বৃদ্ধির ‘চেইন রিঅ্যাকশন হিসাবেই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম হু হু করে বাড়ছে। গত ১০ বছরে বিদ্যুতের দাম বেড়েছে ৮২ শতাংশ এবং পানির দাম বেড়েছে ২৬৪ শতাংশ। এই দাম বৃদ্ধি নজীরবিহীন ও অস্বাভাবিক। জনগণের নির্বাচিত সরকার থাকলে এই ধরণের সীমাহীন দাম বৃদ্ধি পেতো না। জবাবদিহিতা নেই বলেই দাম বৃদ্ধির পেছনে অনৈতিক সিন্ডিকেট কাজ করছে। ক্ষুধা ও অনাহারে ক্লিষ্ট জনগণের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে নিপতিত করেছে ক্ষমতাসীন

গোষ্ঠী, যেন সরকারের কোন দায় নেই। সারাদেশে দুর্ভিক্ষের ছায়া প্রতিদিনই বিস্তৃত হচ্ছে।

এছাড়া গাড়ীভাড়া, বাড়ীভাড়াসহ জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ছে লাগামহীনভাবে। এমনিতেই কর্মসংস্থান নেই, তার ওপর নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে নাভিশ্বস সাধারণ মানুষের। মধ্যম ও নিম্ন আয়ের মানুষকে পথে বসিয়ে দিচ্ছে। অভাবের তাড়নায় মা সন্তান বিক্রি করছে, কেউ কেউ আত্মহত্যা করছে। চৈত্রের তীব্র রোদের মধ্যে দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে টিসিবি থেকে তুলনামূলক কম মূল্যে নিত্যপণ্য কেনার জন্য ক্রেতাদের উপচে পড়া ভীড়ে বোঝা যায় বর্তমান পরিস্থিতি কত ভয়াবহ। চাহিদার তুলনায় পণ্য কম থাকায় দুই/তিন ঘন্টার মধ্যে শেষ হয়ে যায় বিক্রি এবং তারপরে পণ্য কিনতে আসা ক্রেতারা খালি হাতেই ফিরে যান। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে অতি দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির পক্ষ থেকে আহবান জানাচ্ছে।

জাতীয় প্রেসক্লাবে মেহেরপুর আড্ডা

ঢাকার তোপখানাস্থ জাতীয় প্রেসক্লাবে মেহেরপুরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে চমৎকার মেহেরপুর আড্ডা অনুষ্ঠিত হয়।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবের দোতলার কমিটি রুমে এ আড্ডা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় মেহেরপুরের ইতিহাস –ঐতিহ্য তুলে ধরার জন্য মেহেরপুর ফাউন্ডেশন গঠন ও ইতিহাস ভিত্তিক একটি সম্পাদনা গ্রন্থ রচনা করার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

মেহেরপুর আড্ডা ও মধ্যাহ্নভোজে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের কৃতী সন্তান পথিকৃৎ ক্রীড়া সাংবাদিক ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের জীবন সদস্য মুহম্মদ কামরুজ্জামান, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক কবি-সাংবাদিক-মিডিয়া ব্যক্তিত্ব সৈকত রুশদী, জাতীয় প্রেস ক্লাবের

স্থায়ী সদস্য কবি ও সাংবাদিক তারিক-উল ইসলাম, সাপ্তাহিক মুক্তিবাণীর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মুহম্মদ রবীউল আলম,মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি রুহুল কুদ্দুস টিটো, লেখক-গবেষক নাফিজউদ্দিন খান, দৈনিক জবাবদিহি পত্রিকার মফস্বল সম্পাদক তসলিমা খাতুন, শিল্পানুরাগী আযম খান দীপু, সৈকত রুশদীর স্ত্রী কবি শিউলী জাহান রুশদী হক ও কন্যা শিল্পানুরাগী উপল রুশদী হক।

কানাডা প্রবাসী সাংবাদিক সৈকত রুশদী এই মেহেরপুর আড্ডা ও মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করেন।